খোয়াই

ISSN 2319 – 8389, Vol : 46, Issue : 46

KHOAI
UGC Care Listed Journal
Art and Humanities
Tri - Annual Journal

সংখ্যা ৪৬ : ৭ই পৌষ, ১৪২৮
শান্তিনিকেতন

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

ম্পাদকীয়- ৫
ূদেব চৌধুরী-র বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা : নাট্য আলোচনায় রীতি ও বৈচিত্র্য– ড. *অনির্বাণ সাহু* ৯
'বিভূতিভূ... ন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে বিশ্বাস-সংস্কার-আচার-অনুষ্ঠান-কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি''– *নিরঞ্জন মুখার্জী* ২০
িজেন্দ্রলাল রায়ের 'সীতা' : মৌলিক ভাবনার আলোকে– *বাপী নস্কর* ২৫
মানুয়েল কান্টের মর্যাদা তত্ত্ব– *প্রাণ কুমার রজক* ৩০
জীবনানন্দ দাশ ও অ্যানিমেলিজম্ : বাংলা কবিতায় জন্তুভাবনার নতুন দিক– *অমিত কর্মকার* ৩৮
জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সাংগীতিক চর্চায় বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তীর অবদান– ড. *চন্দ্রাণী দাস* ৫১
ল্যাণ মণ্ডলের 'ইঁদুরনামা' উপন্যাসে নিম্নবর্গের মানুষ– *দীপঙ্কর দে* ৫৬
ঙ্গল কাব্যে তিন সখী চরিত্রের ভূমিকা– *সুমন সাহা* ৬১
ুঘল হেঁশেল– *মহঃ সাবিরুদ্দিন* ৬৯
জরুল ভাবনায় নারী– ড. *সন্তোষ কুমার বেহেরা* ৭১
িখিলেশ রায়ের 'বৃষ্টি পদাবলী' : দাম্পত্য প্রেমের কাব্য– *সুবীর বসাক* ৮১
উপনিবেশিক বাংলায় অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা : প্রসঙ্গ কথা সাহিত্য– ড. *দেবাশিস সরকার* ৮৮
াজনৈতিক সামাজিকীকরণের মোড়কে আজকের আদিবাসী সমাজ –একটি পর্যালোচনা– *সঙ্গীতা মুখার্জী* ৯৫
গ্বেদীয় দেবীসূক্তে দেবীমাহাত্ম্যবিশ্লেষণ– *অর্পিতা নাথ* ১০১
াহিত্য, রাজনীতি, ও হিংসকের আত্মপরিচয় : মুর্শিদাবাদ জেলার 'জানমারি'– *অর্ণব দেবনাথ* ১০৯
্যামল বৈদ্যের 'চাকমা দুহিতা' উপন্যাস : চাকমাদের জীবন ও সংস্কৃতি– ড. *পদ্ম কুমারী চাকমা* ১১৫
ংস্কৃতসাহিত্যে দেবদেবীভাবনা ও দেবী দুর্গার স্বরূপানুসন্ধান– ড. *স্বপন মাল* ১২০
্রেমময় চক্রবর্তীর ছোটগল্প : সময় ও সমাজের কণ্ঠস্বর– *জহিরুল রহমান মণ্ডল* ১৩৫
েখর দাশের বিন্দু বিন্দু জল : উদ্বাস্তু জীবনের আখ্যান– *মনমোহন দেবনাথ* ১৪০
ট্টাচার্য পরিবারের বলভদ্র কালী পূজা– ড. *সনৎ ভট্টাচার্য* ১৪৫
ীমানা পরিবর্তন ও মালদহ জেলা : ইতিহাসের আঙ্গিকে ফিরে দেখা (১৮১৩-১৯৪৭)– *ঋতব্রত গোস্বামী* ১৪৭
উপকাহিনীর আলোকে 'গোরা' উপন্যাস– ড. *সুজিত কুমার বিশ্বাস* ১৬৪
আদিবাসী ও আদিবাসীত্ব : একটি বিশ্লেষণ– *রাজেন হেমরম* ১৭২
ন্তিময় যাপনের দর্শন : শঙ্খ ঘোষের গদ্যলেখা– আরিফ বিন ইসলাম ১৭৯
রুজ্জামানের গল্প : মুসলিম সমাজের বাতিঘর– ড. *মলয় দেব* ১৮৫
বাংলা পুঁথির সংগ্রাহক পঞ্চানন মণ্ডল– *কেকা ঘোষ* ১৯০
বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যে বিজয়চন্দ্র মজুমদারের অবদান– *রাজর্ষি রায়* ২০২
Perspective- by Monica Talukdar ২০৯
FACTORS INFLUENCING THE ACADEMIC ACHIEVEMENT OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS: A REVIEW-- Rumti Das & Dr. Indrani Ghosh ২১১
Contribution of Female Maestros in the field of Indian Dance-- Sanchary Adhikary ২১৫
Restaurants and Budget Hotels under the Raj: A Gastronomic History of Public Dining in Colonial Bengal-- Dr Suman Mukherjee ২১৮
Colleague Supportand Job Satisfaction of Female School Teachers-- Dipanjana Roy & Dr.Pragyan Mohanty ২২৫
From Local Government to Local Governance in Indian Perspectives: An Analysis-- Dr. Rudra Prasad Roy ২৩৮
RECONSIDERING NORMATIVITY: TRACING THE DYNAMICS OF GENDER IN ISMAT CHUGHTAI'S SHORT STORIES -- *Gaurab Sengupta* ২৪৪
The Concept of Values in Tagore's Philosophy-- *Dr. Nasiruddin Mondal* ২৪৯

ঋগ্বেদীয় দেবীসূক্তে দেবীমাহাত্ম্যবিশ্লেষণ

অর্পিতা নাথ

সহকারী অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ, বাসন্তীদেবী কলেজ, কোলকাতা

দেবীসূক্ত ঋগ্বেদান্তর্গত অন্যতম প্রধান একটি দার্শনিকসূক্ত। এই সূক্তটি আধ্যাত্মিক সূক্তরূপে বিবেচিত। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাচীনতম লিখিত বিবরণরূপে ঋগ্বেদকেই চিহ্নিত করা যায়। বেদ চারপ্রকার – ঋক্, সাম, যজুঃ এবং অথর্ব। এই চতুর্বেদসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম ও অগ্রণী বেদ হল ঋগ্বেদ। ঋগ্বেদ সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে বেদের মুখ্য বিষয়বস্তুর প্রতি আলোকপাত করা আবশ্যক। ✓বিদ্ ধাতুর উত্তর অচ্ প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন বেদ শব্দটির ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ- জ্ঞান। বেদ এক অলৌকিক অখণ্ড জ্ঞানরাশি যার সাহায্যে ধর্মার্থকামমোক্ষরূপ পুরুষার্থসাধনের জ্ঞান লাভ হয়। অন্যতম প্রধান বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্যের মতে- 'ইষ্টপ্রাপ্ত্যনিষ্টপরিহারয়োরলৌকিকমুপায়ং যো গ্রন্থ বেদয়তি স বেদঃ'।[১] অর্থাৎ ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহারের অলৌকিক উপায় যে গ্রন্থ দ্বারা প্রতিপাদিত হয়, তাই বেদ। পরবর্তী ধর্মশাস্ত্রকার আচার্য মনু বলেছেন বেদ সমস্ত ধর্মের মূল- 'বেদোহখিলো ধর্মমূলম্'।[২] ভারতীয় ঐতিহ্যানুযায়ী বেদ নিত্য, স্বতঃসিদ্ধ অভ্রান্ত এবং অপৌরুষেয়। বেদ স্বয়ংপ্রকাশ। ঋষিগণ তপস্যাবলে মননের দ্বারা বেদকে অধীগত করেছেন। যদিও আধুনিক পাশ্চাত্যবিদ্যায় শিক্ষিত পণ্ডিতগণ অপৌরুষেয়মূলক তত্ত্বকে সর্বথা স্বীকার করেন না। বেদের 'অপৌরুষেয়' অভিধাটি সাধারণার্থে পুরুষ বা ব্যক্তি কর্তৃক রচিত নয় – এরূপ অর্থে অভাবের পরিবর্তে বিশেষার্থ গ্রহণ করা অধিক যুক্তিগ্রাহ্য। বিশেষ অর্থরূপে বেদ একটি মহৎ সত্যের দ্যোতক – এরূপ বলা যায়। যে কোনো মহৎ সৃষ্টি যেমন অপরোক্ষানুভূতির প্রকাশক, তেমনি এক শাশ্বত সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় – 'যেন একটি আকস্মিক অলৌকিক আবির্ভাবের মতো তাহা কবির আয়ত্তের অতীত'। কোনো সার্থক সৃষ্টি সম্পূর্ণভাবে স্রষ্টার আয়ত্তাধীন নয়। অতএব বেদকে অপৌরুষেয় আখ্যায় আখ্যায়িত করে বস্তুতঃ প্রাচীন ভারতীয়গণ বেদকে এক মহান সাহিত্যের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। বেদ মূলত দুটি অংশে বিভক্ত – মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ – 'মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্'[৩]। বেদের যে অংশে সাধারণ দেবতাদের আবাহন, দেবতাদের উদ্দেশ্যে স্তুতিকীর্তন এবং অভীষ্ট বস্তুপ্রাপ্তির আকাঙ্খায় প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে তাই বেদের মন্ত্র ভাগ। মন্ত্রভাগ পদ্যাত্মক। মন্ত্রভাগকে সংহিতা বলা হয়ে থাকে। বেদের গদ্যাত্মক অংশ দৃষ্ট হয় ব্রাহ্মণাংশে। মূলতঃ বেদ কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকান্ডের সমন্বয়। মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ্ এই চার অংশের সমন্বয় হল বেদ। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাংশ কর্মকাণ্ডমূলক। আরণ্যক ও উপনিষদ অংশ জ্ঞানকাণ্ডমূলক। বেদের সংহিতাংশ মন্ত্রাত্মক। চতুর্বেদের মধ্যে অন্যতম প্রধান বেদ ঋগ্বেদ। ঋগ্বেদের সংহিতাংশ দশটি মণ্ডলে বিভক্ত। ঋগ্বেদের উপাসিত দেবতা অধিকাংশই প্রাকৃতিক শক্তি থেকে কল্পিত। বৈদিক ঋষিরা প্রকৃতির অপরূপ রূপবৈচিত্র্য দর্শনে মুগ্ধ ও বিহ্বল হতেন। তাঁরা একাধারে প্রকৃতির পালক ও সংহারক মূর্তি দেখে বিস্মিত ও ভীত হতেন। ঐশী শক্তির প্রসন্নতাবিধানের উদ্দেশ্যে দেবতারূপে কল্পনা করে সেই সমস্ত দেবতাদের উদ্দেশ্যে স্তুতিপাঠ ও যজ্ঞ সম্পাদন করতেন। অতএব দেবতাদের উদ্দেশ্যে স্তুতিপাঠ ও যজ্ঞানুষ্ঠান ঋগ্বেদের মূল বিষয়বস্তু ছিল।